বিমল মিত্রের
সাহেব বিবি গোলাম
Samir
॥ সরকার প্রোডাকসন্সের নিবেদন ॥

খগেন্দ্র লাল চট্টোপাধ্যায়ের প্রযোজনায়

সরকার প্রোডাক্‌সন্সের সশ্রদ্ধ নিবেদন

বিমল মিত্রের

সাহেব বিবি গোলাম

পরিচালনা : কার্তিক চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিচালনা : রবীন চট্টোপাধ্যায়।

চিত্রশিল্পী : অমূল্য মুখোপাধ্যায়। শিল্প নির্দ্দেশ : সৌরেন সেন। শব্দযন্ত্রী : রঞ্জিৎ দত্ত (সংলাপ) এবং শ্যামসুন্দর ঘোষ (সঙ্গীত)। সম্পাদনা : হরিদাস মহলানবীশ। গীত রচনা : প্রণব রায়। পরিস্ফুটন : পঞ্চানন নন্দন। রূপসজ্জা : মদন পাঠক। সাজসজ্জা : যতীন কুণ্ডু। কুশীলব সংগ্রহ : বীরেন দাস

সহকারী

পরিচালনা : জীবন গঙ্গোপাধ্যায়। সুর : উমাপতি শীল। চিত্রশিল্প : সুশান্ত মিত্র, জয় মিত্র। শব্দযন্ত্র : অনিল নন্দন। সম্পাদনা : গঙ্গাধর নস্কর। দৃশ্যসজ্জা : গোপী সেন, রবি চট্টোপাধ্যায়। ব্যবস্থাপনা : খগেন হালদার। কুশীলব সংগ্রহ : ধীরেন দাস রূপসজ্জা : গোপাল হালদার। সাজসজ্জা : বিশ্বনাথ দাস। পরিস্ফুটন : তারাপদ চৌধুরী, অবনী মজুমদার, সত্যেন বোস, বলাই ভদ্র। আলোকসম্পাতে : নগেন. দুলাল, শম্ভু, যাদব, নিতাই, পুরুষোত্তম, বলদেও। স্থির চিত্রে : প্রীতিকর হালদার ও ভারতী চিত্রম্।

কণ্ঠ সঙ্গীতে

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, সুপ্রীতি ঘোষ, আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শ্রীযতীন্দ্র নাথ মিত্র, কুমার দ্বিজেন্দ্র কৃষ্ণ দেব—(শোভাবাজার রাজবাটী), শ্রীভূপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়—(উত্তরপাড়া রাজবাটী), শ্রীমন্মথ নাথ ঘোষ—(এষ্টেট স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ), শ্রীনির্মল চন্দ্র ঘোষ—(এষ্টেট স্বর্গীয় নরেন্দ্র নাথ মিত্র), শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ মল্লিক, শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ মল্লিক, শ্রীবিনোদ চন্দ্র মিত্র,—(এষ্টেট স্বর্গীয় সুরেন্দ্র নাথ মল্লিক), শ্রীঅনিরুদ্ধ মিত্র—(এষ্টেট স্বর্গীয় বিহারী লাল মিত্র), শ্রীএস. এন, চৌধুরী—(এষ্টেট স্বর্গীয় সনৎকুমার চৌধুরী), শ্রীনলিনী নাথ মিত্র—(এষ্টেট স্বর্গীয় শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র), রায় বটবিহারী বসু, রায় অনন্তলাল বসু, কুমার হেমন্ত কুমার মিত্র, শ্রী জে, এন, বসু, শ্রীঅমর নাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিমল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুনীল কুমার সরকার, শ্রীহিমাংশু নিয়োগী, শ্রীসুনীত সেন, শ্রীমতি মমতা ঘোষ, শ্রীকচি সরকার, শ্রীমনোজিৎ বসু, শ্রীসুজিৎ ঘোষ, শ্রীতরুণ গুহ, শ্রীমানুলাল সাহা—("সঙ্গশ্রী"), শ্রীচণ্ডীচরণ দত্ত, শ্রীসতীনাথ ঘোষ, মেসার্স এ, বি, ওয়াচ এণ্ড কোং—(৬, ওয়েলেস্‌লী ষ্ট্রীট, কলিকাতা), মেসার্স দি আরমারী, বন্দুক বিক্রেতা—(৪ সি, ম্যাডান ষ্ট্রীট, কলিকাতা), মেসার্স আর, সি, কুণ্ডু এণ্ড কোং—(১৮, বৈঠকখানা সেকেণ্ড লেন, কলিকাতা), মেসার্স মডার্ণ ডেকরেটর্স—(৬৫এ, ডব্লিউ, সি, ব্যানার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মেসার্স নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড্। মেসার্স এম, পি, প্রোডাক্‌সন্স্ লিমিটেড্। মেসার্স নারায়ণ পিকচার্স লিমিটেড।

প্রচার পরিচালনা : অনুশীলন এজেন্সি লিঃ

নিউ থিয়েটার্স ২নং ষ্টুডিওতে গৃহীত

কাহিনী

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর যুগসন্ধি তখন। জব চার্ণক থেকে লর্ড ক্লাইভ, লর্ড ক্লাইভ থেকে ওয়ারেন হেষ্টিংস পর্যন্ত ইংরেজ রাজত্বের বনিয়াদ তখনকার আজব সহর কলকাতার বুকে পাকা হয়ে বসেছে।

ওদিকে বৌবাজার ষ্ট্রীট্ আর এদিকে সেণ্ট্রাল য়্যাভিনিউ, মাঝখানে যোগসূত্র ছিল কেবল আঁকাবাঁকা সর্পিলগতি এই বনমালী সরকার লেন। চৌধুরীদের প্রকাণ্ড ভাঙা বাড়িটা আজও মূর্তিমান দীর্ঘ নিঃশ্বাসের মতো দাঁড়িয়ে আছে এ গলির ওপর।

ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের নোটিশটা দেখতে পেলো ওভারসিয়ার ভূতনাথ চক্রবর্তী। জনহীন বিশাল বাড়িটার দিকে একবার তাকালো সে! তার জীবনের কত স্মৃতি-বিজড়িত কথা এ বাড়ির রন্ধ্রে রন্ধ্রে জমা হয়ে আছে। অথচ ভাগ্যের কী নিষ্ঠুর পরিহাস—আজ এ বাড়ি ভেঙে নিশ্চিহ্ন করবার দায়িত্ব এসেছে তারই ওপর। ওভারসিয়ার ভূতনাথের আজ স্পষ্ট মনে পড়লো সেদিনের কথাগুলো।

বয়েস তখন তার বেশী নয়—একটা পুঁটলি হাতে গ্রাম থেকে এ বাড়িতে এসে উঠেছিল সে। এই বড় ফটকে ব্রিজ সিং বন্দুক উঁচিয়ে মিলিটারী কায়দায় পাহারা দিতো দিনরাত। মেজকর্ত্তা হিরণ্যমণি, ছোটকর্ত্তা কৌস্তুভমণির তখন দাপট কত! ল্যাণ্ডোলেট, ব্রুহাম, ফিটনের সঙ্গে ঘোড়ার পায়ের টগ্‌বগ্ শব্দ, ময়ূরের মতো পেখম তোলা পায়রার

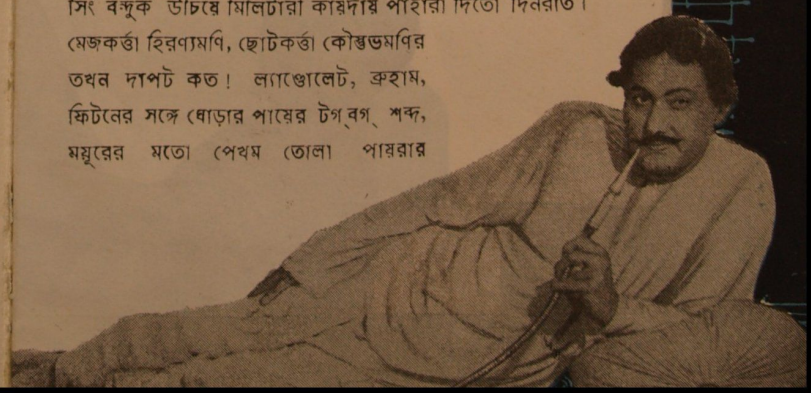

লড়াই, নাচঘরে মদের ফোয়ারার কজ্জন বাঈ-এর ভৈরবী রাগের মোচড় দেওয়া একটানা সুর, কাছারী বাড়ির বিধু সরকারের প্রতাপ, বদরিকা বাবুর ট্যাঁকঘড়ির কাঁটার স্তব্ধ মহাকালের ইতিহাস! তোষাখানা, হুঁকো-খানা, ভিস্তিখানা, রান্না বাড়িতে দাস দাসীর হট্টগোল, আর অন্দর মহলের নিভৃত কক্ষগুলোতে শুচিবায়ুগ্রস্তা বড়বৌ, ঐশ্বর্য্য-গরবিনী মেজবৌ আর অনন্যা সুন্দরী পটেশ্বরী বৌঠান!

বৌঠানের করুণ কাতর চোখ দুটো ভূতনাথের আজও মনে পড়ে। সে দৃষ্টিতে পরাজয়ের গ্লানি। ছোটকর্ত্তা জানবাজারে চুনীদাসীর বাড়ীতে রাত কাটান—একি তাঁর কম পরাজয়? বৌঠান স্বামীর পথরোধ করলেন। ছোটকর্ত্তা মানলেন না। বললেন—'বাড়িতে ফূর্ত্তি জমে না তোমরা মদ খেতে জানো না'! বৌঠান বললেন—'তুমি হাতে তুলে দিলে বিষও খেতে পারি আমি। আমি মদ খেলে তুমি যদি ঘরে থাকো তো আমি তাই খাবো।' ওভারসিয়ার ভূতনাথ শিউরে উঠলো। সে স্পষ্ট দেখতে পেলো বৌঠান স্খলিতবসনে অসংবদ্ধ পদক্ষেপে এগিয়ে আসছেন তার দিকে—'মদ চাই ভূতনাথ, মদ না খেলে আমি বাঁচবো না, আমায় মদ এনে দে।' ভূতনাথের চমক ভাঙলো।

আরেকদিকে সুবিনয়বাবুর মেয়ে জবা। বাইরে চটুল অথচ শ্বেতকমলের মতো তার অন্তরের শুভ্রতা। বাবার অমতে পৈতে ত্যাগ করে ব্রাহ্ম হয়েছিলেন সুবিনয় বাবু। জবাকেও ন'বছর বয়েসে পিতার কাছ থেকে চুরি করে এনে দীক্ষা দিয়েছিলেন স্বধর্মে। সমাজেরই একটি শিক্ষিত সচ্চরিত্র ছেলে সুপবিত্রের সঙ্গে জবার ছিল প্রীতির সম্পর্ক। উভয়ের মধ্যে বিবাহের পাকাপাকি বন্দোবস্তের কথাও সুবিনয় বাবু চিন্তা করছিলেন। তাঁদের মোহিনী সিঁদুর অফিসে কাজ করতে গিয়ে ভূতনাথের সঙ্গে পরিচয় তাঁদের। প্রথম দিন থেকেই সুবিনয়বাবুর মনে ভূতনাথের সম্পর্কে কী একটা দুর্বোধ্য প্রশ্ন জেগে উঠলো। কালের বিচিত্র গতিতে

টোলখাওয়া ঘোড়ার ট্রাম থেকে এলো কলের ট্রাম—টানা পাখার বদলে এলো ইলেক্‌ট্রিক পাখা। যান্ত্রিক সভ্যতার বিবর্ত্তনে চৌধুরী বাড়ির বনিয়াদ গেলো ভেঙে, দেনার দায়ে বাঁধা পড়লো বাড়ি-ঘর, ছোটকর্ত্তা পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী। মোহিনী সিঁদুরের অফিস বন্ধ হ'য়ে গেছে—সুবিনয় বাবুও আর নেই। জবা উঠেছে বার-শিমলের নতুন বাড়িতে।

ভূতনাথ খবর পেলো জবা তাকে ডেকেছে। বার-শিমলের বাড়িতে গেলো সে। জবা একখানা চিঠি দিয়ে বললে —'ভূতনাথবাবু, আপনার গ্রাম তো ফতেপুর, সেখানে অতুল চক্রবর্ত্তী বলে কাউকে চেনেন? আমার দু'বছর বয়েসে ঠাকুর্দ্দা তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছিলেন। বাবা সেই কথাই এই চিঠিতে লিখে রেখে গেছেন। তাঁর খোঁজ আমায় এনে দিন ভূতনাথবাবু।' সে দিন কী বিক্ষুব্ধ মন ভূতনাথের! ধীর পদক্ষেপে সে চললো বড়বাড়ির দিকে। সেই বড়বাড়ি! যার সর্বাঙ্গে লিপ্ত হয়ে আছে পাপ আর পতনে বিকৃত ইতিবৃত্ত! যেখানকার প্রতিটি নিঃশ্বাসে আলোড়িত হয়ে ওঠে অর্থহীন আড়ম্বর, মাত্রাহীন বিলাস আর হৃদয়হীন চক্রান্তের নিকষ-কালো অন্ধকার! কিন্তু সেই অন্ধকার ভেদ করেও যেখানে ফুটে উঠেছে একটি নির্মল শ্বেতকমল,...পটেশ্বরী বৌঠান!

গান

১

প্রভু···আমি তোমার বীণা
সুর তো আমার নাই
তুমি আমায় যেমন বাজাও
তেমনি বাজি তাই।
আমি···মাটির প্রদীপ মাটির ঘরে
প'ড়ে আছি ধূলার পরে,
তুমি আমায় আলো দিলে
তবে আলো পাই
জীবন আমার হয় যেনগো
তে মার আরাধনা,
তুমি অসীম অনন্ত নাথ
আমি শিশির কণা,
এ সংসারে তুমি ছাড়া
নাই যে আমার ধ্রুবতারা,
ভুলেও যেন তোমায় প্রভু
ভুলে নাহি যাই॥

২

পানিয়া ভরণে কেঁইসে যাঁউ
কংকর মোহে লাগে
নটখট রোখে মোরি ডগরিয়া
লাথ বচাকে চলুঁ নজরিয়া
ঘের লেত হ্যায় বইরি সাঁওরিয়া
কেঁইসে পাও বঢ়াঁউ॥

৩

কে তীরন্দাজ এই দুনিয়ায়
আড়াল থেকে তীর চালায়
একই তীরে দু'জন ম'রে,
ভালবাসার এ কি ধারা,
দিল তো মেলে হাজার রকম,
দিল দরদী মেলে কই

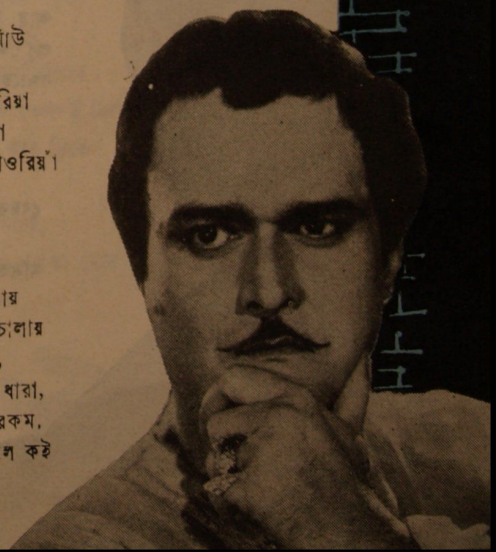

সবাই প্রেমিক একটি চাঁদের, কে চায়
বলো লাখো তারা
গোলাপ ফুলে কাঁটার আঘাত
বুক পেতে নেয় বুলবুলি
তবুও সে এজীবনে চায় না
কিছুই গোলাপ ছাড়া।
স্বপ্ন রঙীন এই যে নেশা,
সুধার সাথে জহর মেশা
সব হারিয়েও বাদ্‌শা হ'লো
এই নেশাতে মাতাল যারা।

৪

অ্যব কে শাওয়ন ঘর আজা
ও বিদেশী সৈঁয়া
ম্যায় হুঁ একেলী॥

৫

কত সাধনায় পেয়েছি তোমায়
কেউ তো জানে না আর
পিক কুহরে বনে, চাঁদ
হাসে গগনে আমার;
বলিতে সরম মানি.
প্রেম বড় অভিমানী।
আর কিছু জানাবো না ;
শুধু জেনো আমি যে তোমার;
সখাহে চিরদিনই তুমি
যে আমার।

৬

বেদরদী সৈঁয়া নহি
মানত হো রামা
মানত নহি সাম্‌ঝায়েসে
হো রামা॥

৭

যদি অলি না চাহে তো ফুল কেন ফোটে গো
বল' বল' ভালবাসা কেন গো কাঁদায়!
আধোরাতে বাঁকা চাঁদ মিটি মিটি হাসে গো
বিরহিনী চকোরিনী মরে যে তিয়াসে
সে পাবে কি পাবে না জানে না তবু চায়॥
হায় বঁধু কারে কহি একা থাকা কারে বলে,
মালা আছে তবু খুঁজি মালা দেবো কার গলে,
জাগার সাথী নাহি একেলা ফুল শয়নে।
প্রাণে পিয়ালা ভরা তৃষা জাগে নয়নে,
যৌবন বসন্ত বঁধু বুঝিবা বিফলে যায়॥

৮

ধীরে বন্ধু ধীরে
এসো বিজন প্রাণের তীরে,
বাতায়নে যদি নাহি জ্বলে দীপ
যেও না গো তবু ফিরে।
মালা তো হয়েছে গাঁথা,
রয়েছে আসন পাতা
তোমারই পূজার গন্ধ ভরেছে
মোর মনোমন্দিরে।
ভালোবাসা মোর চায় না কেবলই নিতে
আপনারে চায় নিবেদন করে দিতে।
আমারে গ্রহণ করে
তুমি ধন্য করগো মোরে,
সুরভির মতো জেগে থাকো মোর
সকল চেতনা ঘিরে।

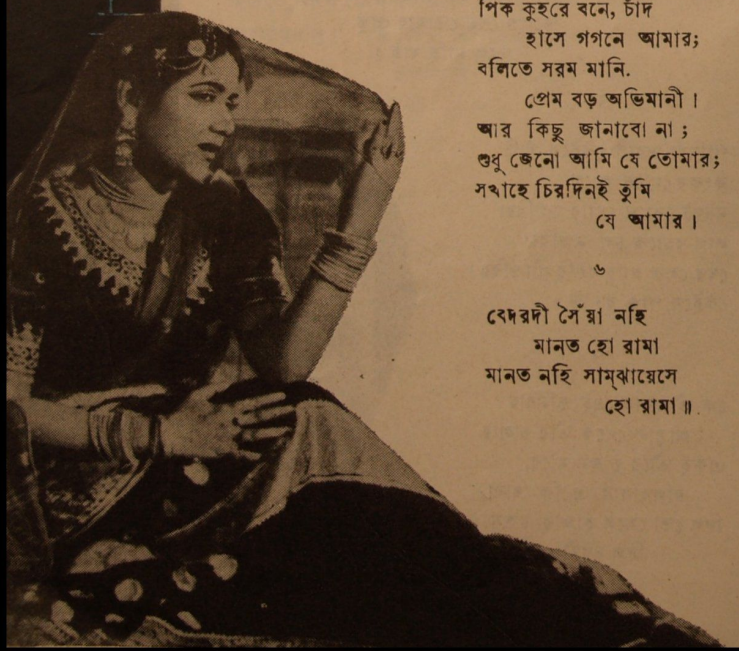

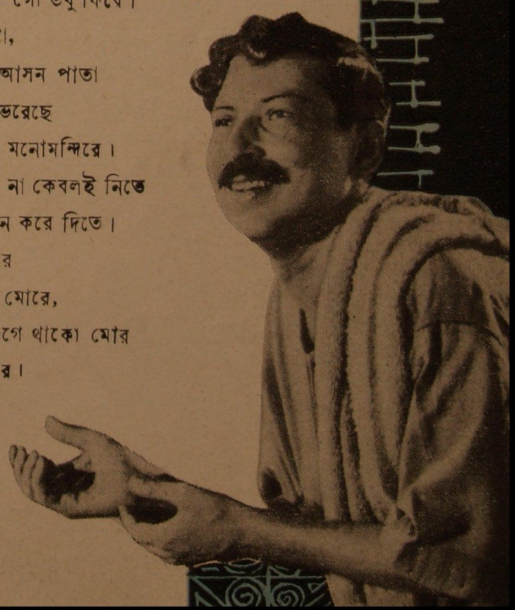

রূপায়ণে

সুমিত্রা দেবী : উত্তম কুমার

অনুভা গুপ্তা : নীলিমা দাস : ছায়া দেবী : পদ্মা দেবী

ছবি বিশ্বাস : জহর গাঙ্গুলী : পাহাড়ী সান্যাল

কানু বন্দ্যোপাধ্যায় : নীতিশ মুখোপাধ্যায় : মিহির ভট্টাচার্য্য

নবকুমার, অরুণ প্রকাশ, তুলসী লাহিড়ী, তুলসী চক্রবর্ত্তী, পারিজাত বসু, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জিৎ রায়, নবদ্বীপ হালদার, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, আশু বসু, প্রীতি মজুমদার, বেচু সিংহ, অজিত প্রকাশ, শিশির বটব্যাল, হরিমোহন বসু, খগেন পাঠক, ধীরাজ দাস, আদিত্য ঘোষ, মণি শ্রীমানী, ছবি রায়, জীবন গোস্বামী, ধীরেন দাস, লক্ষ্মীনারায়ণ জঙ্গ, সুনীতি মুখোপাধ্যায়, ছবি ঘোষাল, গোপী দে, কমল মিশ্র, খগেন হালদার, নওয়াজিস্, কাল্লু দোবে, প্রতাপ শর্ম্মা, কালী মজুমদার, জীমূত চৌধুরী, রবি চট্টোপাধ্যায়, লালমোহন ঘোষ, রূপেন মিত্র, বিমল, সুবল, সুধীর, সুধাংশু, অনিল, মণীন্দ্র, রবি, মিঃ গুড্‌লে, রাজলক্ষ্মী (বড়), করালী, সান্ত্বনা, আশা, মনোরমা, পুষ্প, কমলা অধিকারী, প্রীতিকণা, রেখা চট্টোপাধ্যায়

এবং আরও অনেকে

পরিবেশক : **নন্দন পিকচার্স লিমিটেড**, ৬/৩, ম্যাডান ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অনুশীলন প্রেস, ৫২ নং ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা - ১৩ হইতে মুদ্রিত
নন্দন পিকচার্স লিঃ ৬/৩, ম্যাডান ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।